

ফাতওয়া নাম্বার: ২২৯

প্রকাশকাল: ২২-০১-২০২২ ইং

সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করার হুকুম কী?

প্রশ্ন:

আশহুরে হুকুম বা সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করার হুকুম কী? দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ জনাচ্ছি।

প্রশ্নকারী: আব্দুল হক

উত্তর:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد

হ্যাঁ, বর্তমানে হারাম মাসসমূহে কিতাল করা জাযিয়া। ইসলামের শুরু যুগে এই মাসগুলোতে কিতালের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই রহিত হয়ে যায়। বিষয়টি আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু দলীল-প্রমাণসহ পেশ করার চেষ্টা করছি ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

জিলকদ, জিলহজ্ব, মুহাররাম ও রজব, এ চার মাস আশহুরে হুকুম তথা সম্মানিত মাস। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ. التوبة: 36

“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারোটি, যা আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ) অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে, যেদিন আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত।” (সূরা তাওবা ৯ : ৩৬)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে আসে-

عن أبي بكره : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان .). - صحیح البخاری (4 / 1599)، رقم الحديث: 4144، ط. دار ابن كثير، اليمامة - بيروت

“আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তায়াল্লা যেদিন আসমান জমীন সৃষ্টি করেন, সেদিন সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল, আজ তা সেখানে ঘুরে এসেছে। বার মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি মাস পরপর; জুল-কা ‘দাহ, জুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। আরেকটি জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী রজব।” (সহীহ বুখারী: ৪/১৫৯৯ হাদীস নং: ৪১৪৪)

জাহিলি জামানার মানুষ এ চার মাসকে সম্মান করত এবং তাকে সর্বপ্রকার কিতাল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। ইসলামের শুরু জামানায় মুসলিমদেরকেও এই বিধান দিয়ে আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

“লোকজন আপনাকে সম্মানিত মাসে কিতাল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এই মাসে কিতাল করা অনেক বড় অন্যায়া।” (সূরা বাকারা ২ : ২১৭)

ইমাম জাসসাস (র) (৩৭০ হি.) বলেন-

قد تضمنت هذه الآية تحريم القتال في الشهر الحرام ... وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر، فأعلمهم الله تعالى بقاء حظر

القتال في الشهر الحرام. - أحكام القرآن للحصاص ط العلمية (1/ 389 - 390)

“এ আয়াতে সম্মানিত মাসসমূহে কিতাল করাকে হারাম করা হয়। ... জাহিলী যুগের লোকেরাও এ মাসগুলোতে কিতাল করাকে হারাম গণ্য করত। তাই আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত মাসসমূহে কিতাল নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান বহাল থাকার বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দেন।”

(আহকামুল কুরআন: ১/৩৮৯-৩৯০)

তবে এ বিধান ছিল ইকদামি জিহাদ তথা আক্রমণাত্মক জিহাদে কাফিরদের উপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে। কাফিররা আক্রমণ না করলে আগ বেড়ে হারাম মাসে যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ ছিল। পক্ষান্তরে দিফায়ি জিহাদ তথা কাফিররা আক্রমণ করলে, প্রতিরোধ করা হারাম মাসসহ সর্বাবস্থায় ইসলামের শুরু থেকেই অনুমোদিত ছিল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

“হারাম মাসের বদল হারাম মাস, আর হারাম মাসেও বদলার বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও তার বদলা নাও, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে।” (সূরা বাকারা ২ : ১৯৪)

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُعْزَى - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ، أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ". - مسند أحمد ط الرسالة (22 / 438) قال الهيثمي في مجمع الزوائد

(9937): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهـ

“জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করতেন না, তবে যদি (কাফিরদের পক্ষ থেকে) তাঁর উপর আক্রমণ করা হত (তাহলে তিনি প্রতিহত করতেন)। (অন্যথায়) সম্মানিত মাস এসে গেলে; তা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন।” (মুসনাদে আহমদ: ২২/৪৩৮; মাজমাউয় যাওয়ায়েদ: ৯৯৩৭)

ইমাম জাসসাস (র) (৩৭০ হি.) বলেন-

روي عن الحسن أن مشركي العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أئمتيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: "نعم". وأراد المشركون أن يغيروه في الشهر الحرام فيقاتلوه، فأنزله الله تعالى: {الشهر الحرام بالحرام والحرمات قصاص} يعني إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئاً فاستحلوا منهم مثله. ... فأفاد أنهم إذا قاتلوه في الشهر الحرام فعليهم أن يقاتلوه فيه، وإن لم يميز لهم أن يتدثروهم بالقتال. —أحكام القرآن للحصاص ط العلمية (1/ 316-317)

“হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কি সম্মানিত মাসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়? নবীজি বলেন, হ্যাঁ। মুশরিকরা সম্মানিত মাসে নবীজির উপর অতর্কিত হামলা করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন- ‘সম্মানিত মাসের বদল সম্মানিত মাস, আর সম্মানিত মাসেও বদলার বিধান প্রযোজ্য’। অর্থাৎ যদি তারা সম্মানিত মাসে তোমাদের (জান-মাল থেকে) কোন কিছুকে বৈধ গণ্য করে, তবে তোমরাও তাদের থেকে অনুরূপ জিনিষকে বৈধ গণ্য করা ... এ আয়াত প্রমাণ করে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করলে, মুসলিমদের উপরও আবশ্যিক, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা; যদিও

মুসলিমদের জন্য এ মাসগুলোতে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করা বৈধ নয়।”

(আহকামুল কুরআন: ১/৩১৬-৩১৭)

যেমন হারাম শরীফে কিতাল করা নিষেধ। কিন্তু কাফিররা আক্রমণ করলে, প্রতিরোধে কিতাল সেখানেও জরুরি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“মসজিদে হারামের আশপাশে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না; যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমরাও তাদের হত্যা কর। এটাই হচ্ছে কাফিরদের যথার্থ বিনিময়।”

(সূরা বাকারা ২ : ১৯১)

ইমাম মানসুর বাহুতি হাম্বলি (র) (১০৫১ হি.) বলেন-

ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا. - كشف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) (37/3)

“সম্মানিত মাসসমূহে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমে জাযিয।

” (কাশশাফুল কিনা' : ৩/৩৭)

[আরও দেখুন: আলফুর' , ইবনুল মুফলিহ (৭৬৩ হি.) ১১/১৩৬]

ইসলামের শুরুতে হারাম মাসের ব্যাপারে শরীয়তের এ বিধানই ছিল যে, কাফিররা আক্রমণ করলে প্রতিহত করবে, অন্যথায় মুসলিমরা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করবে না। পরবর্তীতে সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতসহ কিতালের শর্তমুক্ত নির্দেশ সম্বলিত এরকম অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং হারাম মাসেও মুসলিমদেরকে ইক্কাদামি তথা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُواهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّا تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

“অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর’ এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা তাওবা ৯ : ৫)

উল্লেখ্য, এ আয়াতে ‘নিষিদ্ধ মাসগুলো’ দ্বারা আমাদের আলোচ্য সম্মানিত চার মাস (জিলকদ, জিলহজ্ব, মুহাররম ও রজব) উদ্দেশ্য নয়; বরং সূরা তাওবা নাজিল হওয়ার পর, যেসব মুশরিকের সঙ্গে মুসলিমদের চার মাসের কম মেয়াদের বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিল, তাদেরকে যে চার মাস অবকাশ দেয়া হয়, সে চার মাস উদ্দেশ্য।^১

^১وقد يستدل على نسخ الحرمة في الأشهر الحرم بقوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وهو بناء على التجوز بلفظ حيث في الزمان ، ولا شك أنه كثر في الاستعمال. (فتح القدير، ج: 5، ص: 442، ط دار الفكر
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} في أي مكان وزمان. - تفسير السعدي = تيسير {
الكريم الرحمن (ص: 329

^২المراد بقوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } {التوبة: 5] مضي مدة العهد الذي كان لبعضهم، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم. - شرح السير الكبير (ص: 93)
والمراد أشهر التيسير الأربعة. - تفسير ابن كثير ط العلمية (7/3)

এ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতালের আদেশ দেন। এর মাধ্যমে হারাম মাসসমূহে কিতালের নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।

ইমাম জাসসাস(র) (৩৭০ হি.) বলেন-

وقد كان القتال محظورا في الشهر الحرام بقوله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد} [البقرة: 217] ، ثم نسخ بقوله {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]. -أحكام القرآن للحصاص ط العلمية (1/313)

“প্রথমদিকে হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল, আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর কারণে, যেখানে আল্লাহ বলেন- “লোকে আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? আপনি বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ ...” [সূরা বাকার ২ : ২১৭]। পরবর্তীতে এ বিধান আল্লাহ তা'আলার বাণী- “অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর” দ্বারা রহিত হয়ে যায়।” (আহকামুল কুরআন: ১/৩১৩)

তিনি আরও বলেন-

وروى سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب [قال الرازمي: كذا في جميع نسخ الشاملة والنسخة التي بين يدي، ولعل الصواب "وروي عن سليمان الخ"، كما في شرح مشكل الآثار للطحاوي (12\387)، ط. الرسالة]: أن القتال جائز في الشهر الحرام وهو قول فقهاء الأمصار. والأول منسوخ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية؛ لأنها نزلت بعد

حظر القتال في الشهر الحرام. - أحكام القرآن للحصاص ط العلمية (1)
(390)

“সুলাইমান বিন ইয়াসার ও সাইদ বিন মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা জাযিয। এটাই সকল এলাকার ফকিহদের মত। আর পূর্বোক্ত বিধানটি আল্লাহ তা'আলার বাণী- “তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর” [সূরা তাওবা: ৫] এবং “তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না” [সূরা তাওবা: ২৯] দ্বারা রহিত হয়েছে। কারণ এ আয়াতগুলো সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়।” (আহকামুল কুরআন: ১/৩৯০)

ইমাম তাহাবি (র) (৩২১ হি.) বলেন-

...أن ذلك الحكم منسوخ بما نزل في سورة براءة ... وحل القتال في الزمان كله. - شرح مشكل الآثار (388/12 - 389)

“এ বিধান সূরা তাওবার আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে ... এবং যেকোন সময় যুদ্ধ করা বৈধ হয়েছে।” (শরহ মুশিকিলির আসার: ১২/৩৮৮-৩৮৯)

ইবন কাসীর (র) (৭৭৪ হি.) বলেন-

وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] والمراد أشهر التسيير الأربعة، قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره، وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. - تفسير ابن كثير ط العلمية (7/3)

“জুমহুরের মতে, উক্ত আয়াতটি রহিত হয়েছে এবং হারাম মাসসমূহে ‘ইকদামি’ তথা আক্রমণাত্মক কিতাল বৈধ। তারা এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার এ আয়াত দিয়ে দলীল দেন- “অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা করা” [সূরা তাওবা: ৫]। এখানে হারাম মাস বলতে তাদের (মক্কা ছেড়ে অন্যত্র) চলে যাওয়ার জন্য বেঁধে দেয়া চারমাস উদ্দেশ্য। তাই হারাম মাসগুলোকে অন্য মাসসমূহ থেকে (কিতালের বৈধতার ক্ষেত্রে) পৃথক করা হয়নি। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) হারাম মাসসহ পুরো বছরের সব মাসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতাল বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ‘ইজমা’ বর্ণনা করেন।” (তাফসীরে ইবন কাসীর: ৩/৭) ইমাম রাযী (র) বলেন-

وسئل سعيد بن المسيب هل يصلح للمسلمين أن يقتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال نعم. قال أبو عبيد: والناس بالثغور اليوم جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها، ولم أر أحدا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم، كذلك أحسب قول أهل الحجاز.

والحجة في إباحته قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] وهذه الآية ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام. -تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/388)

“সাদ্দ বিন মুসাইয়িব (র) কে প্রশ্ন করা হয়, হারাম মাসসমূহে মুসলিমদের জন্য কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সমীচীন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আবু উবাইদ (র) বলেন- এখন সীমান্তের সবাই এ মতের উপরই আমাল করে। তারা সব মাসেই যুদ্ধ করা বৈধ মনে করে। শাম ও ইরাকের কোন আলিমকে তাদের উপর আপত্তি করতে দেখিনি। আমি মনে করি, হিজায়ের আলিমদের মতও এটাই হবে।

এটা বৈধ হওয়ার দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- “তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা করা” [সূরা তাওবা: ৫]। এ আয়াত হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়াকে রহিত করে দেয়।”

(তাফসীরে রাযী: ৬/৩৮৮)

ইমাম সারাখসী (র) বলেন-

ذكر عن سليمان بن يسار أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم؟ قال: نعم. وبه نأخذ. - شرح السير الكبير (ص: 93)

“(ইমাম মুহাম্মদ র) সুলাইমান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হারাম মাসসমূহে মুসলিমদের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি সমীচীন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। (ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন,) আমরা এ মতটিই গ্রহণ করি।” (শরহুস সিয়াবিল কাবীর, পৃ: ৯৩)

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনছ)

০৩-০৬-১৪৪৩ হি.

০৭-০১-২০২২ ঈ.

